দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 01 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

কালাইয়ে ১৭ বছরেও ১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়নি

■ কালাই (জয়পুরহাট) সংবাদদাতা

জয়পুরহাটের কালাই উপজেলার ১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি না হওয়ায় শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী ১৭ বছর ধরে বিনা বেতনে চাকরি করে আসছেন। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির নিকট থেকে ১৭ বছর আগে নিয়োগ পেলেও বেতন-ভাতা না পেয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ঘাটুরিয়া, হাজিপুর ও ময়েশপুর গ্রামের নিকটবর্তী একটি দীঘির ধারে ওই ৩ গ্রামের ৬ বেকার যুবক-যুবতী নিজেদের বেকারত্ব দূর করার লক্ষ্যে তাদের সম্মিলিত অর্থ দিয়ে ময়েশপুরের মোড় এলাকায় ৭৩ শতক জায়গা ক্রয় করে ১৯৯৮ সালে দীঘিরহাট জি.এইচ.এম (ঘাটুরিয়া, হাজিপুর ও ময়েশপুর) নামক নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। ২০০০ সালে বিদ্যালয়টি পাঠদানের জন্যে শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। নিয়মিত পাঠদান অব্যাহত রাখার পরও প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ১৭ বছরেও এমপিওভুক্ত না হওয়ায় ওই প্রতিষ্ঠানের ৬ জন শিক্ষক ও ২ জন কর্মচারী মানবেতর জীবন-যাপন করছেন।

এদিকে কালাই উপজেলার পৌর এলাকার আঁওড়া মহল্লায় ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আঁওড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার অল্প দিনের মধ্যেই ভাল ফলাফলের জন্যে সুনামও অর্জন করে। ২০০১ সালে বিদ্যালয়টি নিম্ন মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এমপিওভুক্ত হলেও এর মাধ্যমিক শাখা অদ্যাবধি এমপিওভুক্ত না হওয়ায় ৫ জন শিক্ষক-কর্মচারী ১৪ বছর ধরে বিনা বেতনে চাকরি করে আসছেন। ফলে বেতন-ভাতা না পেয়ে দীর্ঘদিন ধরে পরিবার পরিজন নিয়ে ওই সব শিক্ষক কর্মচারী মানবেতর জীবন-যাপন করছেন।

উপজেলার মাত্রাই মডেল কলেজটি ২০০৬ সালের ১৩ মার্চ পাঠদানের জন্যে শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। এরপর নিয়মিত পাঠদান ও ভাল ফলাফলের ধারাবাহিকতা বজায় রাখায় ২০১০ সালের ১ জুলাই একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করলেও প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ১৬ বছরেও এমপিওভুক্ত না হওয়ায় ওই প্রতিষ্ঠানের ২৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী বছরের পর বছর বিনা বেতনে চাকরি করে চরম হতাশায় ভুগছেন। এ ছাড়াও এমপিওভুক্তির আশায় আছেন উপজেলার মাত্রাই বিজ্ঞান ও কারিগরি কলেজ, মোলামগাড়িহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চেচুরিয়া নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, বলিশিব-সমুদ্র নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাত্রাই নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, রাঘবপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হারুল্লা দাখিল মাদ্রাসা এবং পৌরসভার কালাই টেকনিক্যাল ও মহিলা বিএম কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ।